



BENGALI NOTES.IN

ICSE Class 9 BENGALI NOTES TEAM • দূষণ বর্তমানের একটি বড়ো সমস্যা (ICSE 2020 PYQ)

বিষয়: পরিবেশদূষণ - কারণ, পরিণতি ও প্রতিকার

“দূষণ বর্তমানের একটি বড়ো সমস্যা” — এই বিষয়টি ICSE 2020-এর বাংলা রচনার প্রশ্ন হিসেবে এসেছিল। তাই ICSE Class 9 Bengali-এর পরীক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ previous-year composition topic।

“যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ,
তুমি কি বেসেছ ভালো?”

— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

সভ্যতা যত এগিয়েছে, মানুষের জীবন তত সহজ হয়েছে। কিন্তু সেই উন্নতির মূল্যও কম নয়। কলকারখানা, যানবাহন, নগরায়ণ, অতিরিক্ত নির্মাণকাজ এবং নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ফলে আমাদের চারপাশের পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হচ্ছে।

দূষণ এখন আর কোনো একটি শহর বা দেশের সমস্যা নয়। পরিষ্কার জল, নির্মল বাতাস, উর্বর মাটি এবং শান্ত পরিবেশ—মানুষের সুস্থ জীবনের এই মৌলিক প্রয়োজনগুলিই আজ নানা ভাবে বিপন্ন। তাই পরিবেশকে রক্ষা করা শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক মানুষের সচেতন আচরণের সঙ্গেও এর সম্পর্ক রয়েছে।

পরিবেশদূষণ বলতে কী বোঝায়?

পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যখন বায়ু, জল, মাটি বা চারপাশের পরিবেশ মানুষের ও অন্যান্য জীবের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে, তখন তাকে পরিবেশদূষণ বলা হয়।

পরিবেশদূষণের প্রধান কয়েকটি দিক হল:

- জলদূষণ — জলজ বাস্তুতন্ত্র ও পানীয় জলের সংকট
- বায়ুদূষণ — বাতাস ও বায়ুমণ্ডলের দূষণ
- শব্দদূষণ — শব্দমাত্রার অতিরিক্ত বৃদ্ধি
- মৃত্তিকাদূষণ — মাটির উর্বরতা ও গুণমান নষ্ট

এই প্রতিটি দূষণের কারণ আলাদা হলেও তাদের পরিণতি শেষ পর্যন্ত মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং প্রকৃতির ওপর গিয়ে পড়ে।

জলদূষণ: জীবনের মূল উপাদানই যখন বিপন্ন

জল ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। অথচ শিল্পকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, নর্দমার নোংরা জল, প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা নদী, পুকুর ও জলাশয়ে ফেলার ফলে জল দূষিত হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকও জলদূষণের অন্যতম কারণ।

দূষিত জল মানুষের শরীরে নানা রোগের কারণ হতে পারে। শুধু মানুষ নয়, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনও এতে বিপন্ন হয়। একটি নদী দূষিত হলে তার প্রভাব শুধু নদীর জলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; সেই নদীকে ঘিরে থাকা সমগ্র পরিবেশব্যবস্থার ওপর তার প্রভাব পড়ে। তাই জলদূষণ রোধের প্রথম শর্ত হল—জলাশয়ে বর্জ্য ফেলা বন্ধ করা এবং শিল্পবর্জ্য পরিশোধন করে তবেই তা পরিবেশ চক্রে ছাড়া।

বায়ুদূষণ: আধুনিক সভ্যতার বড়ো সংকট

শহরের রাস্তায় যানবাহনের ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, নির্মাণকাজের ধুলিকণা এবং বিভিন্ন জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ু দূষিত হচ্ছে। ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলিতে এই সমস্যা আরও প্রকট।

দূষিত বাতাস দীর্ঘদিন ধরে গ্রহণ করলে মানুষের শ্বাসযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। বায়ুদূষণের প্রভাব শুধু মানুষের শরীরেই পড়ে না; এটি পরিবেশের সামগ্রিক ভারসাম্যকেও প্রভাবিত করে। এই সমস্যা কমাতে গণপরিবহনের ব্যবহার বাড়ানো, অপ্রয়োজনীয়ভাবে জ্বালানি পোড়ানো কমানো, শিল্পকারখানার নির্গমন নিয়ন্ত্রণ এবং বেশি করে গাছ লাগানো প্রয়োজন।

শব্দদূষণ: যে দূষণ চোখে দেখা যায় না

হর্ন, যানবাহনের শব্দ, মাইক, লাউডস্পিকার, নির্মাণকাজ এবং বিভিন্ন যন্ত্রের অতিরিক্ত শব্দ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী শব্দই শব্দদূষণের কারণ।

অতিরিক্ত শব্দ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায়। ঘুমের সমস্যা, মনোযোগের অভাব, মানসিক অস্বস্তি এবং দীর্ঘমেয়াদে শ্রবণশক্তির ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। অকারণে হর্ন বাজানো বন্ধ করা, নির্দিষ্ট সময়ের পরে উচ্চস্বরে মাইক না বাজানো এবং আবাসিক এলাকায় শব্দের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা—শব্দদূষণ কমানোর সহজ কিছু উপায়।

মৃত্তিকাদূষণ: মাটির স্বাভাবিক শক্তি নষ্ট হলে

মাটি শুধু চাষাবাদের মাধ্যম নয়; একটি সুস্থ পরিবেশব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কিন্তু প্লাস্টিক ও অন্যান্য কঠিন বর্জ্য মাটিতে ফেলা, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, শিল্পবর্জ্য এবং অপরিষ্কৃত নগরায়ণের ফলে মাটির স্বাভাবিক গুণ নষ্ট হচ্ছে।

🌱 দূষণ কীভাবে রোধ করা সম্ভব?

পরিবেশদূষণ একদিনে তৈরি হয়নি। তাই একদিনের প্রচার বা একটি বিশেষ দিবস পালন করলেই এই সমস্যা দূর হবে না। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি সচেতনতা এবং নিয়মিত দায়িত্বশীল আচরণ। দূষণ রোধে আমরা—

1. জলাশয়ে আবর্জনা ও রাসায়নিক বর্জ্য ফেলা বন্ধ করতে পারি।
2. গণপরিবহন ব্যবহার করে অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমাতে পারি।
3. যেখানে-সেখানে প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে পারি।
4. বেশি করে গাছ লাগানোর পাশাপাশি বিদ্যমান (existing) গাছ সংরক্ষণ করতে পারি।
5. অকারণে হর্ন ও উচ্চস্বরে মাইক ব্যবহার না করে শব্দদূষণ কমাতে পারি।

6. শিল্পকারখানার বর্জ্য ও ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারি।

7. পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে ছোটবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে পারি।

সরকারের আইন ও পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়, কিন্তু সেগুলির সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে সাধারণ মানুষের সহযোগিতার ওপর।

উপসংহার

পরিবেশ আমাদের কাছ থেকে কিছু দাবি করে না; বরং নিঃশব্দে আমাদের বেঁচে থাকার উপকরণ জুগিয়ে যায়। সেই পরিবেশকেই আমরা নিজেদের অসচেতনতার কারণে ধ্বংস করছি।

তাই পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব কেবল কোনো একটি সংস্থা, সরকার বা পরিবেশ দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। আমাদের প্রতিদিনের ছোট ছোট অভ্যাসের মধ্যেই পরিবেশ রক্ষার শুরু হতে পারে। পরিষ্কার জল, নির্মল বাতাস, সুস্থ মাটি এবং শান্ত পরিবেশ—এগুলি বিলাসিতা নয়, সুস্থ জীবনের প্রয়োজন।

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করার পাশাপাশি বছরের প্রতিটি দিন যদি আমরা পরিবেশের কথা মনে রাখি, তবেই দূষণের বিরুদ্ধে প্রকৃত লড়াই শুরু হবে।



BengaliNotes.in | এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট

ICSE Class 9 BENGALI NOTES TEAM © সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

BengaliNotes.in
এক ক্লিকে ভাল রেজাল্ট